‘বিএনপির ত্রাণকাজে বাধার অভিযোগ সত্য হলে ব্যবস্থা’

বিএনপির ত্রাণকাজে বাধা দেয়ার অভিযোগ সত্য হলে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

সোমবার তার সরকারি বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংকালে তিনি এ কথা জানান।

এর আগে রোববার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম অভিযোগ করেন, করোনা মহামারীর মধ্যে গরিব ও ছিন্নমূল মানুষের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণের সময় আওয়ামী সন্ত্রাসীরা প্রতিনিয়ত নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। সরকারি দলের এ হামলা অশুভ ইঙ্গিতেরই ইশারা বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন, কোথায় কে বাধা দিচ্ছে তা স্পষ্ট করুন, তথ্যপ্রমাণ দিন। অভিযোগ সত্য হলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে।’

তিনি বলেন, ‘মানবিক কাজে বাধা প্রদান আওয়ামী লীগের নীতি নয়।

করোনার উচ্চঝুঁকি বিবেচনায় সরকার কিছু জেলা ও সিটি কর্পোরেশনের সুনির্দিষ্ট এলাকায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে জানিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, এসব এলাকার জনসাধারণকে কঠোরভাবে সরকারি নির্দেশনা মেনে ও ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে।

সেতুমন্ত্রী বলেন, করোনার এই দুর্যোগে বাংলাদেশে সফররত চীনা বিশেষজ্ঞ টিম সরকারের নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের দায়িত্ব পালনের প্রশংসা করেছেন।

‘তারা নমুনা পরীক্ষা কম হচ্ছে বলে মত প্রকাশ করার পাশাপাশি জনগণের সচেতনতার অভাবের কথাও বলেছেন।’

ওবায়দুল কাদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি সবাইকে মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, এক সেকেন্ডের অবহেলা, হাত ধোয়ার ২০ সেকেন্ডের অলসতা ভয়ানক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

সরকার জেলা পর্যায়ের হাসপাতালে আইসিইউসহ জরুরি সেবা সম্প্রসারণ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনে উদ্যোগ নিয়েছে জানিয়ে সেতুমন্ত্রী বলেন, সরকারের পাশাপাশি এ সংকটকালে বেসরকারি উদ্যোগও যোগ করতে পারে নতুনমাত্রা।

তিনি আরও বলেন, নোয়াখালীতে স্থাপিত কোভিড হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। স্থাপন করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় অক্সিজেন সরবরাহ সিস্টেম।

সেতুমন্ত্রী বলেন, সরকার নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও টেস্টিং কেপাসিটি এবং চিকিৎসা সক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে ৬০ এর অধিক কেন্দ্রে টেস্ট করা হচ্ছে, প্রয়োজনে আরও বাড়ানো হবে।

এরই মধ্যে চিকিৎসা সরঞ্জাম সুরক্ষা সামগ্রীসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের।

এসময় তিনি করোনার লক্ষণ দেখা দিলে গোপন না করে নিকটস্থ কেন্দ্রে পরীক্ষা করার জন্য সবাইকে আহ্বান জানান।

এর আগে ওবায়দুল কাদের নোয়াখালীতে স্থাপিত কোভিড হাসপাতালের জন্য ব্যক্তিগত তহবিল থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের তত্ত্বাবধায়ক মো. আবদুল হামিদের কাছে দুটি আইসিইউ ভেন্টিলেটর হস্তান্তর করেন।

কুষ্টিয়ার চরাঞ্চলে বাদাম চাষে ফলন ভালো, দাম নিয়ে হতাশা চাষীরা

অনাবাদি পদ্মা চরে চিনা বাদাম চাষে ভালো ফলন পেয়েছেন কুষ্টিয়ার চাষীরা। পদ্মার বিস্তীর্ণ চরে চাষকরা সোনালী ফসল বাদাম ঘরে তুলতে ব্যস্ত সময় পার করছেন।

পদ্মার চর ঘুরে দেখা গেছে, কুষ্টিয়ায় এ বছর প্রায় একহাজার হেক্টর জমিতে বাদামের চাষ হয়েছে। এরমধ্যে দৌলতপুরের বিস্তীর্ণ চরে চাষ হয়েছে ৮২০ হেক্টর জমিতে। একসময় পদ্মা নদীতে জেগে ওঠা বালুচর পড়ে থাকতো। যা চাষীদের কোনো কাজেই আসতো না।

এখন জেগে ওঠা পদ্মার চরে চাষীরা চিনা বাদাম চাষ করে ব্যাপক সাফল্য পাওয়ায় এ অর্থকরী ফসলের চাষ পুরো চরে ছড়িয়ে পড়েছে। এবছরও চরে বাদাম চাষ করে চাষীরা ফলন ভালো পেলেও দাম নিয়ে রয়েছে হতাশা।

প্রাকৃতিক দূর্যোগ আম্পানের প্রভাবে ফলনে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। তারপরও খরচ বাদ দিয়ে লাভের মুখ দেখবেন বলে জানালেন দৌলতপুর উপজেলার মুন্সিগঞ্জের আব্দুল জব্বার ও কাবিল হোসেনসহ বেশ কয়েকজন চরাঞ্চলের চাষী।

ফিলিপনগর এলকার ইসমাইল হোসেন নাম এক বাদাম চাষী জানান, এবছর ১০ বিঘা জমিতে বাদাম চাষ করেছেন। বিঘা প্রতি তার খরচ হয়েছে প্রায় ৮ হাজার টাকা করে। বিঘা প্রতি ফলন হচ্ছে ৪ থেকে ৫ মন হারে। বর্তমান বাজার দর ২২শ’ টাকা মন হিসেবে বিক্রয় করলে বিগত বছরের তুলনায় লাভের অংশ কম হবে।

এদিকে বাদাম ক্ষেতে কাজ করে দিন মজুররাও খুশি। তারাও কৃষকের বাদাম ক্ষেতে গাছ থেকে বাদাম ঝরিয়ে প্রতিদিন যা আয় করেছেন ২০০ থেকে ৩০০ টাকা যা সংসারে কাজে আসছে। এমনটাই জানালেন রহিমা খাতুন নামে এক বয়োবৃদ্ধ।

তবে সরকারি প্রণোদনার পাশাপাশি রাজস্বখাতের অর্থায়নে প্রদর্শনী প্লট ও ফলোআপ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে চরাঞ্চলের বাদাম চাষীদের সহযোগিতার কথা জানিয়েছেন দৌলতপুর কৃষি কর্মকর্তা এ কে এম কামরুজ্জামান।

চরাঞ্চলের যেসব জমি অনাবাদি পড়ে থাকে সেসব জমি অর্থকরী সোনালী ফসল বাদাম চাষের আওতায় আনা গেলে চরবাসীর সারাবছরের আর্থিক চাহিদা পুরণ হবে, পাশাপাশি দেশের বাদামের চাহিদা মিটবে সেইসাথে কমবে ক্ষতিকর তামাক চাষ। আর এমনটাই মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

করোনা রোগীদের সেবায় পুলিশ সার্বক্ষণিক পাশে আছে, কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার

কুষ্টিয়ায় প্রতিদিনই বেড়েই চলেছে কোভিড-১৯ রোগীর সংখ্যা। ইতিমধ্যে শহরের কয়েকটি ওয়ার্ডকে রেডজোন হিসেবে চিন্হিত করে ২১ দিনের জন্য লকডাউন ঘোষণা করেছে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন।

এখন পর্যন্ত এ জেলায় ৩৪৭ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। মৃত্যুবরণ করেছে ৩ জন।করোনা পরিস্থিতির শুরু থেকেই পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাতে নেতৃত্বে সার্বক্ষণিক মাঠে কাজ করে যাচ্ছে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ।
তারই ধারাবাহিকতায় আজ সকালে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাতের নেতৃত্বে জেলা পুলিশের একটি দল করোনা আক্রান্ত রোগীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের খোঁজ খরর নেন এবং যেকোন প্রয়োজনে জেলা পুলিশ কে অবহিত করার জন্য মোবাইলে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানান।

এসময় পুলিশ সুপার তানভীর আরাফাত করোনা রোগীদের উদ্দেশ্য বলেন, আপনাদের যেকোন ধরনের প্রয়োজনে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ সার্বক্ষণিক পাশে আছে। তাই চিন্তিত না হয়ে যে কোন ধরনের প্রয়োজনে আমাদের নির্ধারিত মোবাইল নাম্বারে কল করলে সবধরনের সেবা নিশ্চিত করা হবে আপনাদের।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান, মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম মোস্তফা সহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ। উল্লেখ্য, কুষ্টিয়ায় করোনা পরিস্থিতির শুরু থেকেই জনগনের সেবায় সার্বক্ষণিক মাঠে কাজ করে যাচ্ছে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ।করোনা পরিস্থিতিতে সেবা প্রদান করতে গিয়ে ইতিমধ্যে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের বেশ কয়েকজন সদস্য করোনা আক্রান্ত হয়েছে। তবুও পিছুপা হয়নি কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ। তাই বলতেই হয় করোনা পরিস্থিতিতে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের ভুমিকা প্রশংসনীয়।

করোনার উপসর্গ নিয়ে কুষ্টিয়ায় দুইজনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন একজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সঙ্গে করোনার উপসর্গ নিয়ে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে।

রোববার (২১ জুন) দুপুর ১২টার দিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সুলতানা রিজিয়া বানু (৫৮) মারা যান। তিনি কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের ইউনিয়ন সমাজসেবী পদে কর্মরত ছিলেন।

হাসপাতাল সূত্র জানায়, সুলতানা রিজিয়া বানু করোনায় আক্রান্ত হয়ে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা ডা. তাপস কুমার সরকার বলেন, শনিবার রাত ১২টার দিকে শহরের কোর্টপাড়া কাজী নজরুল ইসলাম সড়কের বাসিন্দা মৃত মোল্লা ফকির মহম্মদের স্ত্রী সুলতানা রিজিয়া শ্বাসকষ্ট নিয়ে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে ভর্তি হন। রোববার দুপুর ১২টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। শনিবার সকালে তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়। রাতেই জানা যায় তার করোনা পজিটিভ। এ নিয়ে কুষ্টিয়া জেলায় করোনাভাইরাসে তিনজনের মৃত্যু হলো।

এদিকে, করোনার উপসর্গ নিয়ে শনিবার রাত ১০ টার দিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভেড়ামারা উপজেলার কাচারিপাড়া এলাকার বাসিন্দা বুলবুল আহম্মেদের (৪৮) মৃত্যু হয়েছে।

পারিবারিক সূত্র জানায়, এক সপ্তাহ ধরে জ্বর, ঠান্ডা ও কাশির সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। শনিবার সন্ধ্যায় শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে পারিবারের লোকজন তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে। রাত ১০টার দিকে তিনি মারা যান। তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় করোনার উপসর্গ নিয়ে ১৩ জনের মৃত্যু হলো। জেলায় এ পর্যন্ত

করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৩৪৭ জন।

দেশে করোনায় আরও ৩৯ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ৩৫৩১

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ৪৬৪ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ৫৩১ জন শনাক্ত হয়েছেন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে। সূত্র-যুগান্তর

ভারতে ৩৩ দিনে করোনায় আক্রান্ত ৩ লাখ

ভারতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজারের পরিসংখ্যানটি এরকম-

১১০ দিন— শূন্য থেকে ১ লাখ

১৫ দিন— এক থেকে ২ লাখ
১০ দিন— দুই থেকে ৩ লাখ

৮ দিন— তিন থেকে ৪ লাখ।

দেখা যাচ্ছে, গত ৩৩ দিনে দেশটিতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে তিন লাখ মানুষ। রোববার ভারতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা চার লাখ ছাড়িয়ে গেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছে ১৫ হাজার ৪১৩ জন। এক দিনে আক্রান্ত বৃদ্ধির হিসাবে এটি সর্বাধিক। এই বৃদ্ধির জেরে দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা এখন চার লাখ ১০ হাজার ৪৬১ জন।

আক্রান্তের পাশাপাশি মৃতের সংখ্যাও বাড়ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৩০৬ জনের। এ নিয়ে মোট ১৩ হাজার ১৫৪ জনের মৃত্যু হল। এর মধ্যে মহারাষ্ট্রেই মৃত্যু হয়েছে পাঁচ হাজার ৯৮৪ জনের। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে রাজধানী দিল্লিতে মৃত্যু ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। করোনার প্রভাবে সেখানে মোট দুই হাজার ১১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। তৃতীয় স্থানে থাকা গুজরাটে মারা গিয়েছেন এক হাজার ৬৩৮ জন। এর পর তালিকায় রয়েছে তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, তেলঙ্গানা ও হরিয়ানা, কর্নাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশ।

৩০ জানুয়ারি কেরালায় প্রথম করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে। এরপর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়েছে এই ভাইরাস। সংক্রমণ বাড়লেও আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোর তুলনায় ভারতে মৃত্যুর হার অনেক কম। সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়াল

ব্রাজিলে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়ালো। গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৯৬৮ জনের মৃত্যু হওয়ায় মৃতের সংখ্যা এখন ৫০ হাজার ৫৮। রবিবার ওয়ার্ল্ডওমিটার এ তথ্য জানিয়েছে।

একই সময় ব্রাজিলে নতুন করে আরও ৩১ হাজার ৫৭১ জন আক্রান্ত হয়েছেন।

এতে আক্রান্তের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০ লাখ ৭০ হাজার ১৩৯ জনে।

এর আগের দিন অর্থাৎ শনিবার ব্রাজিলের স্বাস্থ্য দফতর করোনায় ৫৫ হাজার ২০৯ জন আক্রান্তে এবং ১ হাজার ২২১ জনের মৃত্যুর খবর জানিয়েছিল।
বিশ্বে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের তালিকায় এখন যুক্তরাষ্ট্রের পরই ব্রাজিলের অবস্থান। ২৬ ফেব্রুয়ারিতে দেশটিতে প্রথম করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তি শনাক্তের পর শুক্রবার মোট আক্রান্ত ১০ লাখ ছাড়িয়ে যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে আরও অনেক বেশি। ব্যাপক শনাক্ত পরীক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় প্রকৃত সংখ্যা জানা সম্ভব হচ্ছে না।

করোনার দ্রুত সংক্রমণের জন্য পরোক্ষভাবে দেশটির প্রেসিডেন্ট বোলসোনারোকে দায়ী করা হচ্ছে। ‘আঞ্চলিক ট্রাম্প’ বলে ডাকা ডানপন্থি এই প্রেসিডেন্ট অর্থনৈতিক ধসের আশঙ্কায় লকডাউন ও সামাজিক দূরত্বের কঠোর সমালোচনা করে আসছেন। তার মতে ভাইরাসের চেয়ে ভয়ঙ্কর হচ্ছে চাকরি হারানো। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

সবাই স্বাস্থ্যবিধিটা একটু মেনে চলুন: প্রধানমন্ত্রী

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে দেশবাসীকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে আবারও আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বলেছেন, জীবন চলতে থাকবে, জীবন স্থবির থাকতে পারে না। তার পরও সবাইকে স্বাস্থ্যবিধিটা একটু মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি।

রোববার গণভবনে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে অংশগ্রহণকারী মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে আমাদের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। কিন্তু তার পরও আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে। যতটুকু সম্ভব উন্নয়নের গতিটা ধরে রাখার চেষ্টা করছে

সরকার।

তিনি বলেন, করোনার কারণে ইতিমধ্যে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, সংসদ সদস্যসহ অনেককে হারিয়েছি। দেশবাসীর কাছে এটুকু বলব– আসুন সবাই মিলে দোয়া করি, আল্লাহ যেন এ মহামারী থেকে আমাদের মুক্তি দেন। এটি শুধু বাংলাদেশ বলে নয়, বিশ্বব্যাপী সমস্যা। মানুষ যেন করোনা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে, সেটিই আমরা চাই।

প্রসঙ্গত ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়। শনিবার স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে জানানো হয় একদিনে তিন হাজার ২৪০ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ৩৭ জন। সব মিলে দেশে মোট করোনা শনাক্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ আট হাজার ৭৭৫ জন। মৃত্যু বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪২৫ জনে। এ নিয়ে মোট সুস্থ হলেন ৪৩ হাজার ৯৯৩ জন। সূত্র-যুগান্তর

অক্সিজেন মজুদের বিরুদ্ধে হুশিয়ারি ওবায়দুল কাদেরের

কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ে হাসপাতালগুলোতে যেখানে অক্সিজেন সিলিন্ডারের সংকট, সেখানে একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী তা মজুদ করছেন। অক্সিজেন মজুদের বিরুদ্ধে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

তিনি বলেন, সিলিন্ডার মজুদ করে রেখে দেয়ার ফলে মৃত্যুপথযাত্রী রোগী অক্সিজেন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তিনি সিলিন্ডার মজুদ করার মতো স্বার্থপর ভাবনার চেয়ে করোনা প্রতিরোধে মনোনিবেশ করতে সবার প্রতি আহ্বান জানান।

ওবায়দুল কাদের রোববার সকালে রাজধানীর সংসদ ভবন এলাকায় নিজের সরকারি বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন।

করোনার এই উদ্বেগের সময় অনুমাননির্ভর ওষুধ মজুদ না করার আহ্বান

জানিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, এটি অপ্রয়োজনীয় এবং হিতে বিপরীত হতে পারে। চিকিৎসকদের পরামর্শ ছাড়া অক্সিজেন ব্যবহার ভয়ঙ্কর হতে পারে বলেও মন্তব্য করেন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঘরে ঘরে সচেতনতা ও সতর্কতার দুর্গ গড়ে তুলে করোনা প্রতিরোধে অনুমাননির্ভর ওষুধ ও অক্সিজেন মজুদ না করার আহ্বান জানান।

করোনা টেস্ট পেতে দীর্ঘসূত্রতা দূর করার আহ্বান জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, সংশ্লিষ্টদের সমন্বয় বৃদ্ধির মাধ্যমে নমুনা গ্রহণ স্বল্পসময়ে রিপোর্ট প্রদানের কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, কিছু বেসরকারি হাসপাতাল কোভিড রোগীদের সেবায় প্রশংসনীয় কাজ করলেও এখনও অনেক হাসপাতালের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। অন্যান্য রোগের চিকিৎসাও ঠিকমতো হচ্ছে না বলেও রিপোর্ট আছে।

মন্ত্রী হাসপাতাল মালিক, চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্টদের এ কঠিন সময়ে ব্যবসার চেয়ে মানবিকতাকে ঊর্ধ্বে স্থান দেয়ার আহ্বান জানান।

করোনায় অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রাণ হারিয়েছেন, এর মধ্যে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা অধিকসংখ্যক মৃত্যুবরণ করেছেন জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, দেশ ও জাতির এই কঠিন সময়ে আওয়ামী লীগই ঝুঁকি নিয়ে সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, দেশের যে কোনো সংকটে মাটি ও মানুষের সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাহসী সৈনিক, মুজিবাদর্শের যোদ্ধারা শেখ হাসিনার নির্দেশে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর্তমানবতার সেবায় এবারও অনন্য দৃষ্টান্ত স্হাপন করেছে আওয়ামী লীগ।

করোনার এ সংকটে মিডিয়া তথা গণমাধ্যমকর্মীদের বেতনভাতা অব্যাহত রাখার জন্য মালিকদের প্রতি আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের। বলেন, দেশ ও জাতির এই কঠিন সময়ে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা স্মরণে নিয়ে বিজ্ঞাপনদাতাদের সাধ্যমতো উদারতা প্রদর্শনের আহ্বান জানাচ্ছি। সূত্র-যুগান্তর

কুমারখালীতে সরকারী নির্দেশ না মানায় ১১ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

সরকারী নির্দেশনা না মেনে সন্ধ্যার পরেও দোকান খোলা রাখার অপরাধে কুষ্টিয়া কুমারখালীতে ১১ টি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

শনিবার সন্ধ্যা থেকে রাত সাড়ে ৯ টা পর্যন্ত এই অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজিবুল ইসলাম খান।

তিনি জানান, সরকারি আদেশ অমান্য করে কুমারখালী উপজেলার কাজিপাড়া, পদ্মপুকুর মোড়, হলবাজার, স্টেশন বাজার, হলবাজার এলাকায় সন্ধ্যার পর থেকে রাত সাড়ে ৯ টা পর্যন্ত খোলা রাখার অপরাধে এবং সরকারি স্বাস্থ্যবিধি না মানায় সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধ ও নির্মুল আইন, ২০১৮ অনুযায়ী ১১টি প্রতিষ্ঠানে মোট সাড়ে ১২হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এমন অভিযান অব্যহত থাকবে বলেও জানান তিনি। এছাড়াও এলাকাবাসী ও পথচারীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন তিনি।